তারিখ ... 10 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৪ ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

মানসম্মত শিক্ষা ও দক্ষ মানবসম্পদ

হায়দার আহমদ খান এফসিএ

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে বাংলাদেশ ১৬ কোটি মানুষ নিয়ে অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টা করে যাচ্ছে। ১৬ কোটি মানুষের একটি বড় অংশ অশিক্ষিত ও গরীব থাকায় এবং সরকারের প্রচেষ্টা যথাযথভাবে কার্যকর না হওয়ায়, সময়ে-অসময়ে নানাবিধ প্রশ্ন উঠে আসে উন্নয়নের পরিকল্পনা, দক্ষতা, যোগ্যতা, শিক্ষা তথা জনসম্পদ নিয়ে। বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সম্পদ মানবসম্পদ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এর একটি বড় অংশ সমাজ ও সরকারের দায় হয়ে আছে শিক্ষার অভাবে।

বহুল প্রচারিত দৈনিক ইত্তেফাকের পহেলা মার্চ সংখ্যায় "শিক্ষার আলো চাই সবখানে" বিষয়ক সম্পাদকীয়ের জন্যে পত্রিকা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ। অন্য একটি ইংরেজি দৈনিকের সাম্প্রতিক সংখ্যার প্রধান সংবাদ "Schedule banks continue to be in increased risks of cyber hacking and skimming in the absence of appropriate measures and shortage of human resources skilled in information technology। বাংলাদেশের মানুষ প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাসে অত্যন্ত উৎফুল্ল থাকে মাতৃভাষা এবং স্বাধীনতা নিয়ে। কারণ আমাদের মত সাধারণ মানুষ স্বপ্ন দেখতে পছন্দ করে বেশি। "প্রতিবছর মহান স্বাধীনতা দিবস জাতির জীবনে প্রেরণায় উজ্জীবিত হওয়ার নতুন বার্তা নিয়ে আসে" কথাটি শুনতে যেমন ভাল লাগে, তেমনি সাধারণ মানুষকে এ কথায় ভুলানোও যায় খুব সহজে। সহজ বলেই স্বাধীনতার দীর্ঘ ৪৫ বছর পরেও ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে ৩ কোটি মানুষ দৈনিক আয় বিবেচনায় দরিদ্র, প্রায় ১ কোটি মানুষ শ্রমিকের কাজ নিয়ে বিদেশে কর্মরত, স্বল্প বেতনে ৪০ লাখের অধিক মানুষ গার্মেন্টস কারখানার শ্রমিক পদে নিয়োজিত। হোটেল, বাসা-বাড়িতে কর্মরত আছে আরও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ। তারপরেও প্রায় পৌনে ২ কোটি যুবক বেকার। বাংলাদেশ সরকার উন্নয়নের চেষ্টা করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। উন্নয়নের জন্যে নিতে হচ্ছে দেশি-বিদেশি ঋণ। সাধারণ মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আসছে কতটুকু বা উন্নয়নের ছবি সমাজে কতটুকু প্রতিফলিত হচ্ছে তার সহজ সমীকরণ- বর্তমানে জনপ্রতি মোট ঋণ ৩৬০ ডলারের বেশি, যার দায় বহন করতে হবে ১৪৪৬ ডলার বাৎসরিক জনপ্রতি আয় (Per Capita Income) সম্পন্ন বাংলাদেশির। অবশ্য এর পাশাপাশি শুভ সংবাদও আছে। সরকারি হিসেবে ১ লাখ মানুষের জনপ্রতি সম্পদের পরিমাণ কোটি টাকার উপর। অর্থনীতির ভাষায় বাংলাদেশের ট্যাক্স-জিডিপি হিসেবে করদাতার সংখ্যাও বেশি হওয়া উচিত।

পৃথিবীর ইতিহাসে আমার জানামতে ভাষার জন্যে, স্বাধীনতার জন্যে এবং গণতন্ত্রের জন্যে রক্তদানের রেকর্ড একমাত্র আমাদের। জীবন দিয়ে মাতৃভাষা, স্বাধীনতা অর্জনের কৃতিত্বের একমাত্র বাংলাদেশ নামক দেশটির। ১৬ কোটির বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের এই পর্বে যুক্ত হয়েছে সব চেয়ে আলোচিত বিষয় "রাজকোষ লুট"। বর্তমান বাংলাদেশের যে আর্থ-সামাজিক সমস্যা তার কারণ কী সে বিষয়ে অর্থনীতির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ না করেও বলা যায় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনা। সক্ষমতার অভাবও জড়িত। সেকারণেই রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নিরাপত্তা বিষয়ে বিদেশি নাগরিককে চাকরির সুযোগ দিতে হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ ব্যবস্থাপনায় নিশ্চয়ই বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৫০০ কর্মকর্তা জড়িত ছিলেন না। তাহলে কেন তদন্তের স্বার্থে ১৫০০ ল্যাপটপ জব্দ করা? যুক্তিসঙ্গত এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেয়ার জন্যে উপদেষ্টার উপর নির্ভর করতে হবে? কারণ কার্যকর ব্যবস্থা সময় মত নিতে হবে।

জাতিসংঘের হিসেবে বর্তমান বিশ্বে প্রায় দুইশ' দেশ নিয়ে বিশ্ব অর্থনীতি চলছে। আমাদের প্রায় দেড় কোটি প্রবাসী মানুষের কষ্টার্জিত বৈদেশিক আয় এবং রপ্তানি খাতের প্রচেষ্টায় বৈদেশিক মুদ্রার এই রিজার্ভ। দেশে অবস্থানরত ১৫ কোটি মানুষের চাহিদা মিটানোর জন্যে বিপুল আমদানির বৈদেশিক মুদ্রার যোগান এই

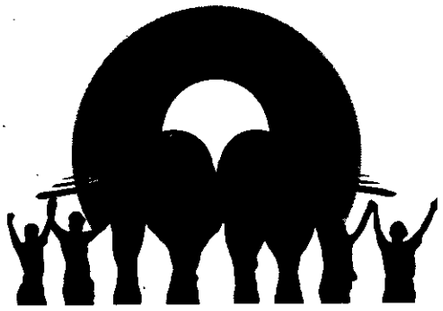

কষ্টার্জিত বৈদেশিক আয়। এই কষ্টার্জিত বৈদেশিক আয় দেশে আনার পর সুন্দর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দু'পয়সা আয় করতে পারলে সুনাম বেশি হবে। মনে রাখতে হবে এই বৈদেশিক আয় যাদের কষ্টার্জিত তাদের অধিকাংশ স্বল্প শিক্ষিত বা অদক্ষ এবং তাদের অধিকাংশের পারিবারিক জীবন অনুপস্থিত।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার পরিচালিত হচ্ছে গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, মিশ্ররাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র পন্থায়। অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল বিশ্বে গণতন্ত্র সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য একাধিক কারণে। আমাদের দেশের সরকার সময়ে সময়ে (!) গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত। দেশ পরিচালনে দক্ষতা এবং সুশাসনের সফলতায় উন্নয়নের মাত্রা ও গতি নির্ভর করে। দক্ষতার সাথে অব্যবস্থাপনা অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত আর সুশাসনের সাথে জড়িত দুর্নীতি। আমাদের দেশের উন্নয়নশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শেয়ার মার্কেট, হলমার্ক, বেসিক ব্যাংক, বিসমিল্লা গ্রুপ, ডেসটিনি কেলেঙ্কারির পর সময়ের পরিবর্তনে বর্তমানে "রাজকোষ লুট" সর্বাধিক আলোচিত বিষয়। সংবাদে প্রকাশ ২০১০ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে ৩০ হাজার কোটি টাকার অধিক আত্মসাৎ হয়েছে। ইতোপূর্বে "১/১১" বিষয়ক আলোচনা জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ স্থান পেয়েছিল। বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিকভাবে স্বল্পোন্নত বা উন্নয়নশীল দেশসমূহে সরকার পরিচালনে ভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক, সামাজিক বিশৃঙ্খলা আমাদের দেশের মত নয়। এমনটা হওয়ার কথা ছিল না কারণ আমাদের দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে এখনও এমন নেতা রয়েছেন যারা ভাষা, আন্দোলনে, স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং সর্বশেষ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে সার্বিক ও সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন। ১৯৭১ সালে এসএসসি পরীক্ষার্থী আমার মত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা কত জানি না তবে আমারও বয়স ৬০ এর অধিক। আমার জীবনে বাংলাদেশের মানুষের হাত দানের হাতে পরিণত হতে দেখতে পারব কিনা জানি না। যে জাতি ভাষার, স্বাধীনতার জন্যে রক্ত দিতে পারে সে জাতি সাহায্য চাইতে পারে না। আমাদের সকল সমস্যার প্রধান কারণ হচ্ছে দারিদ্র্য। দারিদ্র্য এর চিরস্থায়ী সমাধান একমাত্র মানসম্মত শিক্ষা। দেশের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে শিক্ষা নীতি এবং তার শতভাগ বাস্তবায়ন।

বিশ্বের দরিদ্র দেশসমূহেই সকল সমস্যা। অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশে দেশে দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের নানাবিধ পরিকল্পনার পরেও জনগণ যথাযথ সুফল পাচ্ছে না রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দুর্নীতি এবং অব্যবস্থাপনার জন্যে। যেমন আমাদের দেশে স্বাধীনতার দীর্ঘ ৪৫ বছর পরেও ৩৯ শতাংশ মানুষ অশিক্ষিত (সরকারি হিসেবে)। আমরা যদি প্রত্যেকে প্রত্যেকের দায়িত্ব পালনের হিসেব দিন শেষে বুঝিয়ে দিতে পারি তাহলেই ৫ ফেব্রুয়ারির সংবাদ যথাযথ কর্তৃপক্ষ যথাসময়ে জানতে পারবে। কারণ রিজার্ভ চুরির সাথে অক্ষমতাও জড়িত। চোরের কাজ চুরি করা। চোরের সংখ্যা কিন্তু বেশি থাকে না। চোর কখন চুরি করবে তার জন্যে নোটিস দিবে না। চুরি ধরার জন্যে সাবধান থাকতে হবে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা- যাকে বলা হয় ব্যবস্থাপনার দক্ষতা। সাথে সততা থাকতে হবে। সততাও মাঝে-মধ্যে প্রশ্নবিদ্ধ হয় যদি ব্যবস্থাপনা দুর্বল হয়। বাংলাদেশে ব্যাংক দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রাণ আর ১৬ কোটি মানুষের সক্ষমতার প্রাণ হল 'শিক্ষা'। বাংলাদেশের মানুষের বাৎসরিক মাথাপিছু আয় যদি ১৪৪৬ ডলার না হয়ে ২০ হাজার ডলারের উপরে হত তাহলে বাংলাদেশের রাজকোষ থেকে ১০ কোটি ১০ লাখ ডলার চুরিকে 'কিছু না' বলা যেতে পারতো। প্রধান সমস্যা আমাদের দারিদ্র্য। দারিদ্র্যে গণতন্ত্রও প্রশ্নবিদ্ধ হয়। আমাদের সক্ষমতা, দক্ষতা এবং সততা প্রয়োজন সমভাবে। কারণ সক্ষমতা ও দক্ষতায় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে চেক এন্ড ব্যালেন্স থাকার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় যা সততায় বাস্তবায়ন হয়। মানসম্মত শিক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত মানবসম্পদ সৃষ্টি করতে পারলে দক্ষ কর্মী নিয়োগ দেয়া সম্ভব এবং সততার যোগ্যতায় সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়াও সম্ভব। রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার জন্যে হুমকি হয়ে দাঁড়ায় না।

● লেখক : চেয়ারম্যান, এডুকেশান ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশানথইডিএ
akc@bol-online.com